অবসরের পরেও কেন পুরসভার কাজে, ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা

বিষ্ণুপুর, সোনামুখী

সোনামুখী পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা বেশ কয়েক মাসের বেতন পানি। বিষ্ণুপুর পুরসভার অস্থায়ী কর্মীদেরও দু'মাসের বেতন বকেয়া। এই পরিস্থিতিতে দুই পুরসভায় অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের চাকরিতে বহাল রাখা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কর্মীদের একাংশ। তবে সূত্রের খবর, মহকুমাশাসক (বিষ্ণুপুর) প্রসেনজিৎ ঘোষ বিষ্ণুপুর ও সোনামুখী দুই পুরসভায় ষাটোর্দ্ধ কর্মীদের চিহ্নিত করে তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছেন।

সূত্রের দাবি, বিষ্ণুপুর পুরসভায় দুই এগ্জিকিউটিভ অফিসার-সহ ২০ জনের বেশি কর্মী অবসরের পরেও কাজ করছেন। তাঁদের অনেকে সাম্মানিক হিসেবে মাসে কমপক্ষে ২৫-৩০ হাজার টাকা পাচ্ছেন। দীর্ঘদিন মহকুমা ভূমি দফতরের অধিকর্তার দায়িত্ব সামলে ২০১৬ সালে বিষ্ণুপুর পুরসভার এগ্জিকিউটিভ অফিসারের দায়িত্ব পান রবীন্দ্রনাথ সরকার। তিনি জানান, ২০২০ সালে অবসর নেওয়ার পরে পুরসভা অন্য কাজে নিযুক্ত করেছেন। এখনও তিনি সেই কাজ করছেন। আরও একজন অবসরপ্রাপ্ত এগ্জিকিউটিভ অফিসার অবসরের পরে এখন অন্য কাজ দেখছেন। এ ছাড়া কেরানি থেকে হিসাব রক্ষকের কাজও অনেক অবসরপ্রাপ্তেরা করছেন।

বাসিন্দাদের একাংশের প্রশ্ন, ষাটোর্ধ্ব একজন অধিকারিককে না রেখে পুরসভা সেই বেতন দিয়ে অস্থায়ী ভাবে দু'জন শিক্ষিত বেকারকে নিযুক্ত করছে না কেন? সোনামুখী পুরসভাতেও একই অবস্থা। অবসরের পরেও চাকরি করছেন অনেকে।

বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাস বলেন, "বিষ্ণুপুর পুরসভায় অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের বছরের পর বছর রাখার বিরুদ্ধে সমাজমাধ্যমে অনেকেই সরব হয়েছেন। আমরাও চাই সরকারি কর্মীরা যথাসময়ে অবসর নিন। নতুন কর্মীদের অস্থায়ী হলেও নিয়ম মেনে নিযুক্ত করা হোক। ভুয়ো কর্মী পুরসভায় কেন, কোনও দফতরেই রাখা যাবে না। প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ করলে মাইনে দিতে অসুবিধা তো হবেই।" তৃণমূলের পুরপ্রধানদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ, এক একজন পুরসভার চেয়ারে বসেছেন আর নিজের লোকদের কাজে নিয়েছেন। বিষ্ণুপুর পুরসভায় আসলে কত জন কর্মী আছেন, কেউ জানেন না।"

তবে পুরসভা সূত্রে জানা যায়, এই মুহূর্তে সব মিলিয়ে বিষ্ণুপুর পুরসভায় স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মীর সংখ্যা ৬৫০-র বেশি। তার বেশির ভাগই অস্থায়ী। সোনামুখী পুরসভাতেও ৩৫০ জনের বেশি কর্মী রয়েছেন। সেখানে প্রয়োজনের তুলনায় ১৫০ জন অতিরিক্ত কর্মী রয়েছেন বলে দাবি। অস্থায়ী কর্মীদের বেতন পুরসভার নিজস্ব আয় থেকে মেটাতে হয়। পুরসভাগুলির আয় ভাল না থাকায় এ ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন তহবিলের উপরে নির্ভর করতে হয়। কিন্তু পালাবদলের পরে তহবিল আসাও কার্যত বন্ধ। এই পরিস্থিতিতে বেতন দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।

ইতিমধ্যে সোনামুখী পুরসভায় প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন মহকুমাশাসক (বিষ্ণুপুর) প্রসেনজিৎ ঘোষ। সূত্রের খবর, সেখানে অস্থায়ী কর্মীদের বেতন ধাপে ধাপে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। পুরপরিষেবা নিয়ে সমস্যাও অনেকাংশে মিটেছে। সেই প্রসঙ্গ টেনে বিষ্ণুপুরের বিজেপি বিধায়ক শুক্লা চট্টোপাধ্যায় বলেন, "বিষ্ণুপুরেও মানুষকে ঘোলোআনা পরিষেবা দিতে হলে প্রশাসনকেই দায়িত্ব নিতে হবে। বিষ্ণুপুরে পুর-প্রশাসক নিয়োগ করার জন্য রাজ্য সরকারকে জানিয়েছি।"

হুল দিবসের মঞ্চে পালাবদলের ছাপ

নিজস্ব সংবাদদাতা

পুরুলিয়া

রাজ্যে পালাবদল হয়েছে। সেই বদলের ছাপ স্পষ্ট হল পুরুলিয়া জেলার হুল দিবসের মঞ্চে। মঙ্গলবার মানবাজার স্টেডিয়ামে হুল দিবসের পুরুলিয়া জেলা স্তরের অনুষ্ঠানটি হয়। বিগত বছরগুলিতে এই মঞ্চে দেখা যেত তৃণমূলের জেলা স্তরের নেতৃত্বকে। তবে এ বার কারও দেখা মিলল না।

এ বছরের মঞ্চে ছিলেন না তৃণমূল জমানার মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু কিংবা দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি গুরুপদ টুডু। ফোনেও পাওয়া যায়নি দু'জনকে। তাঁদের অনুগামীদের একাংশ বলেন, "দু'জন কোথায় আছেন, আমরাও জানি না।" দেখা যায়নি তৃণমূল পরিচালিত মানবাজার পঞ্চায়েত সমিতির কাউকে। সমিতির সহ-সভাপতি দিলীপ পাত্র ফোনে বলেন, "অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পাইনি। তা ছাড়া এখন এলাকাতে নেই আমি।"

জেলা তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি তথা বান্দোয়ানের প্রাক্তন বিধায়ক রাজীবলোচন সরেন বোরো থানার বুরুডি গ্রামের মোড়ে সিধো-কানহোর মূর্তির পাদদেশে হুল দিবস পালন করেন। সেখানে যোগ দিয়ে মানভূম কালচারাল অ্যাকাডেমির সভাপতি হংসেশ্বর মাহাতো দাবি করেন, সরকারি অনুষ্ঠানে যাওয়ার আমন্ত্রণ পাননি তাঁরা। যদিও জেলা স্তরের এক আধিকারিক জানান, এই অনুষ্ঠানে যে কেউ যোগ দিতে পারেন।

এ দিন জেলার অনুষ্ঠানে সাঁওতালি ভাষায় বক্তব্য রাখেন জেলাশাসক কোন্তম সুধীর। যে কোনও সমস্যায় পুলিশি সহায়তার আশ্বাস দেন পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ। মঞ্চে ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) দেবাশিস চৌধুরী, মানবাজারের এসডিও মানজার হোসেন আনজুম, এসডিপিও শ্বাশ্বতী শ্বেতা সামন্ত, বিধিবিদ্ধ মানবাজারের বিধায়ক ময়না মুর্মু, বলরামপুরের বিধায়ক জলধর মাহাতো, বিডিও দেবাশিস ধর। অতিথি হিসেবে ছিলেন কালচারাল রিসার্চ ইন্সটিটিউটের গবেষক অসীম দাস। তিনি বলেন, "জল দিয়ে পা ধুইয়ে অতিথি বরণের রীতি সাঁওতাল সমাজের পরম্পরা। এই ধরনের রীতির মধ্যেই রয়েছে জনজাতির নিজস্বতা।" অনুষ্ঠানে কয়েক জন কৃতী পড়ুয়াকে আম্বেডকর মেধা পুরস্কারে সংবর্ধিত করা হয়।

এ দিন সাঁতুড়ির হাঁসডিমা ময়দানের অনুষ্ঠানে ছিলেন রঘুনাথপুরের বিধায়ক মামনি বাউরি। এ ছাড়া জেলার নানা প্রান্তে বিভিন্ন ক্লাব, সংস্থা দিনটি পালন করেছে। পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া শবর কল্যাণ সমিতির পরিচালক প্রশান্ত রক্ষিত জানান, পুরুলিয়া থেকে শবর ছাত্রীদের একটি দল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হুল দিবসের অনুষ্ঠানে শবর ভাষার গান ও নৃত্য পরিবেশন করেছে।

■ (উপরে বাঁ দিক থেকে) মুকুটমণিপুরে হুল দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আগে সিধো-কানহোর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ওই অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন। (নীচে বাঁ দিকে) বিষ্ণুপুরের মড়ার মল্লভূম জিয়াড় গাঁওতা ক্লাবের উদ্যোগে হুল দিবস পালন। *নিজস্ব চিত্র*

নষ্ট বীজতলা

বলরামপুর: বৃষ্টির ঘাটতিতে এমনিতেই ধান চাষ নিয়ে চিন্তা রয়েছে। তার মধ্যে হাতির হানায় নষ্ট হল বীজতলা। মঙ্গলবার ভোরে দলছুট দুই হাতির তাণ্ডবে বলরামপুরের বেড়সা ও পারবাদ-বাঁধডি সংলগ্ন এলাকায় বেশ কিছু জমির বীজতলা নষ্ট হয়েছে, ভেঙেছে কেরোয়া গ্রামের একটি মাটির বাড়ি। ঘটনার পরে কোলাবেড়া, মাহালিটাড়, করমা, কেরোয়া ও পুরুববাদে সতর্কতা জারি করেছে বন দফতর। মাইকে প্রচার করে বাসিন্দাদের রাতে একা বাইরে না বেরোনো, কোনও অবস্থাতেই হাতিদের উত্ত্যক্ত না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয়েরা জানান, ভোরের দিকে অযোধ্যা পাহাড়ের জঙ্গল থেকে নেমে আসে হাতি দু'টি। তাদের দেখে আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যান বলরামপুর বন বিভাগের কর্মীরা। এলাকাবাসীর সাহায্যে দীর্ঘ চেষ্টার পরে হাতি দু'টিকে জঙ্গলের পথ ধরানো হয়। দফতরের দাবি, হাতি দু'টি মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়েছিল। তাদের গতিবিধির উপরে ২৪ ঘণ্টা নজর রাখা হচ্ছে।

ধানের চারা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় চিন্তা বেড়েছে ওই এলাকার চাষিদের। তাঁদের অনেকে বলেন, "ক্ষতি পূরণে কিছু একটা ব্যবস্থা করা হোক।"

জীর্ণ প্রতীক্ষালয়, দুর্ভোগে যাত্রীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা

মানবাজার

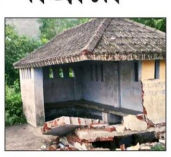

■ পিডিজিএম হাইস্কুলের পাশের প্রতীক্ষালয়। *নিজস্ব চিত্র*

ঘটনা ১: বিপজ্জনক ঘোষণা করে দু'বছর আগে মানবাজার বাসস্ট্যান্ডের প্রতীক্ষালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ওই প্রতীক্ষালয় ভাঙা হয়নি। নতুন করে নির্মাণও হয়নি।

ঘটনা ২: মানবাজার-ভাদোরা হাসপাতালের বাঁ দিকে দরজার সামনে পুরনো বাসস্ট্যান্ড এলাকায় একটি যাত্রী প্রতীক্ষালয় ছিল। বছর তিনেক আগে অজানা কারণে ওই প্রতীক্ষালয় ভেঙে ফেলা হয়েছে। কিন্তু আর নির্মাণ করা হয়নি। যাত্রী ও পথচারীদের দুর্ভোগের মধ্যেই থাকতে হচ্ছে।

ঘটনা ৩: মানবাজার-বান্দোয়ান রাস্তায় মানবাজারের পিডিজিএম হাইস্কুলের পাশে একটি প্রতীক্ষালয় ছিল। কয়েক মাস আগে গাড়ির ধাক্কায় প্রতীক্ষালয়ের একদিকের দেওয়াল ভেঙে যায়। উপরের সিমেন্টের ছাউনি বিপজ্জনক অবস্থায় ঝুলছে। অনেকেই উপায় না পেয়ে ঝুঁকি নিয়েই ওই প্রতীক্ষালয়ে বসেন।

মানবাজার মহকুমা সদরের বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রতীক্ষালয় নিয়ে তাঁরা সমস্যায় থাকলেও প্রশাসন নতুন করে নির্মাণে উদ্যোগী হয়নি। এতে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকায়। রাজ্য সরকার পরিবর্তনের পরে প্রশাসন কি এ বার এ ব্যাপারে সক্রিয় হবে, প্রশ্ন তাঁদের।

মানবাজার বাসস্ট্যান্ডে প্রতীক্ষালয় না থাকায় রোদ ও বৃষ্টিতে যাত্রীরা বেশ সমস্যায় রয়েছেন। গাছতলায় অথবা আশপাশের দোকানের ছাউনির তলায় তাঁরা বাসের অপেক্ষায় থাকেন।

পুরুলিয়া জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ হংসেশ্বর মাহাতো বলেন, "বাসস্ট্যান্ডের জীর্ণ প্রতীক্ষালয়টি ভেঙে ফেলার জন্য মানবাজার ১ পঞ্চায়েত সমিতি থেকে 'এনওসি' না পাওয়ায় ভাঙা যায়নি। ফলে নতুন করে নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা নেওয়া যায়নি।"

যদিও বিডিও (মানবাজার ১) দেবাশিষ ধরের দাবি, "বাসস্ট্যান্ডের জীর্ণ প্রতীক্ষালয়টি ভেঙে ফেলার জন্য জেলা পরিষদের কাছে 'এনওসি' চাওয়া হয়নি।" তিনি জানান, পিডিজিএম হাইস্কুলের পাশে থাকা ভেঙে পড়া প্রতীক্ষালয়টি পুরোটা ভেঙে দেওয়ার জন্য পূর্ত দফতরকে চিঠি দেওয়া হবে। ১২৫ দিনের দিনের কাজ শুরু হয়েছে। তাতে কিছু করা যায় কি না, ভাবা হচ্ছে।

ঝুলন্ত দেহ

বরাবাজার: নির্মীয়মাণ বাড়ি থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম বুদ্ধেশ্বর শবর (৪৩)। মঙ্গলবার বরাবাজারের লটপদা গ্রামের ঘটনা। যুবককে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে পুরুলিয়া মেডিক্যালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে জানান। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে।

পঞ্জাব নैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon!

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সম্পদ পুনরুদ্ধার ব্যবস্থাপনা শাখা (এআরএমবি) : পুরুলিয়া
এআরএমবি পুরুলিয়া, বাজা বাঁধ পাড়া, শশধর গাঙ্গুলী রোড, পুরুলিয়া (পঃবঃ)-৭২৩১০১; ই-মেইল : cs8301@pnb.bank.in

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২ এবং এসআই (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(৬) সহ পঠিত বিধি ৯(১)-এর শর্তাবলীর অধীনে স্থাবর সম্পদগুলি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণভাবে সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-দের জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিটি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ রাখা হয়েছিল এবং ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক এর গঠনমূলক/বাস্তবিক/প্রতীকী দখল গ্রহণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-দের কাছ থেকে ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত পাওনাদার বকেয়া অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে এই সম্পত্তিটি নিম্নে প্রদত্ত সারণিতে উল্লিখিত তারিখে "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যা কিছু আছে" ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ই-নিলামের তারিখ/সময় : ১৭.০৭.২০২৬, সকাল ১১:০০টা এবং ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ১৭.০৭.২০২৬, সকাল ১০:৫৫টা পর্যন্ত
এআরএমবি, পুরুলিয়া, মি. মুকেশ কুমার, মুখ্য ব্যবস্থাপক (অনুমোদিত আধিকারিক), মোবাইল নং- ৮৭৮৯২৩৬৭৭১, ই-নিলাম সংগ্রহ অ্যাকাউন্টের বিবরণ : অ্যাকাউন্টের নাম - আরটিজিএস - ইন্টারব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, অ্যাকাউন্ট নং- 8301003171118A (আইএফএসসি - PUNB0830100)

সুরক্ষিত সম্পদগুলির তফসিল

লট নং.	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম / ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণের অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ/ মালিকের নাম (সম্পত্তি(গুলির) বন্ধক প্রদানকারীগণ)	ক) সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২-এর ধারা ১৩(২)-এর অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া অর্থের পরিমাণ গ) সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২-এর ধারা ১৩(৪)-এর অধীনে দখল গ্রহণের তারিখ ঘ) দখলের ধরন : প্রতীকী/বাস্তবিক	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি গ) দর বৃদ্ধির পরিমান
১.	কোতুলপুর শাখা (০৫৫৪২০) মি. অসীম ঘোষ ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা : মি. অসীম ঘোষ, পিতা - বিশ্বনাথ ঘোষ জামিনদার ও বন্ধকদাতা : মিসেস সোনালী ঘোষ, স্বামী - মি. অসীম ঘোষ সবার ঠিকানা : গ্রাম - গোপীনাথপুর, পোস্ট ও থানা - কোতুলপুর, জেলা - বাঁকুড়া - ৭২২১৯১ (পাবঃ)	২০১৬ সালের ৫৮৯ নং. রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের অন্তর্ভুক্ত জমি এবং ভবনের সমস্ত অবিভেদ্য অংশ, জে.এল. নং. ১৫৯, আর.এস. খতিয়ান নং. ১০৫৮, দাগ নং. ১৬৪১, এল.আর. খতিয়ান নং. ৮৮৫, বর্তমানে এল.আর. খতিয়ান নং. ৩১৫২, আয়তন ০.০৬৩ একর, চৌহদ্দি নং. ১৯; অবস্থান : মৌজা - গোপীনাথপুর, পোস্ট - কোতুলপুর, গ্রাম পঞ্চায়েত - কোতুলপুর, থানা - কোতুলপুর, জেলা -বাঁকুড়া, মি. অসীম ঘোষ, পিতা - শ্রী বিশ্বনাথ ঘোষ-এর নামে নিবন্ধিত এবং শ্রী অসীম ঘোষ এবং মিসেস সোনালী ঘোষের অ্যাকাউন্টের স্বামীদা : সীমানা : উত্তরে - সমীর সাঁতরা ও অন্যান্যদের জমি; দক্ষিণে - লালবাজার মোড় থেকে ছত্র মোড়/কোতুলপুর পঞ্চায়েতগামী রাস্তা এবং তৎসংলগ্ন খাল; পূর্বে - পরিবাদা চত্বর ও অন্যান্যদের ফাঁকা জমি; পশ্চিমে - তারকনাথ ঘোষ ও অন্যান্যদের জমি ও ভবন। ***গঠনমূলক দখল ***	ক) ৩০.০৯.২০২২ খ) টা. ২৪,৬৯,৯৮৫.৯৪ (৩৪.০৭.২০২২ তারিখ অনুযায়ী; সাথে চুক্তিভিত্তিক হারে অতিরিক্ত সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ; তবে ০৪.০৩.২০২২ তারিখ থেকে কোনো অর্থ আদায় হয়ে থাকলে তা বাদ যাবে) গ) ১১.০৯.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) টা. ৪২.২০ লক্ষ খ) টা. ৪.২২ লক্ষ গ) টা. ০.১০ লক্ষ
২.	শাখা : কদমডাঁড় (১০১১২০) মেসার্স দে মিনারেলস প্রাইভেট লিমিটেড পরিচালক ১ (বন্ধকদাতা) - মি. সুশান্ত কুমার দে পিতা - শ্রী গোপাল চন্দ্র দে পরিচালক ২ : মিসেস কল্যাণী দে, স্বামী - সুশান্ত কুমার দে পরিচালক ১ ও ২-এর ঠিকানা : ৪/১৪ টানসন রোড, বি জোন, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ -৭১৩২০৫ পরিচালক ৩ : মি. গোপাল চন্দ্র দে পিতা - রামসরন দে ঠিকানা : গ্রাম - পিঠাবাইদ, পোস্ট - সালদিহা পিঠাবাইদ, থানা - চাটনা, জেলা - বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ -৭২২২৬৯ পরিচালক ৪ (বন্ধকদাতা) : মি. চণ্ডীচরণ দত্ত পিতা - ঈশ্বর চন্দ্র দত্ত ঠিকানা : মুচিপাড়া, লালবাজার, পোস্ট ও জেলা - বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২২১০১	সম্পত্তি নং. ১ : বাঁকুড়া জেলার ছাতনা থানার অন্তর্গত মৌজা - মুশিবডিহি-তে অবস্থিত, খতিয়ান নং. ১৪৩, জে.এল. নং. ১৩২, দাগ নং. ৭৬৩/১১৯৮-এ ০.০৮ একর আয়তনের জমি ও তার ওপর নির্মিত ভবন, শেড ও কাঠামো সাথে সীমানা প্রাচীর এবং মেসার্স দে মিনারেলস প্রাইভেট লিমিটেড-এর স্বত্বপাতি ও সরঞ্জামাদির সমস্ত অবিভেদ্য অংশ; যা ২০১১ সালের ১৪৫৪ নং. দলিলের মাধ্যমে শ্রী সুশান্ত কুমার দে, পিতা - শ্রী গোপাল চন্দ্র দে-এর নামে নিবন্ধিত। সম্পত্তি নং. ২ : বাঁকুড়া জেলার ছাতনা থানার অন্তর্গত মৌজা - মুশিবডিহি-তে অবস্থিত, খতিয়ান নং. ১২৮, ১৪৭, ২১৮, ১৬১, ১৮, ২২৩, ২২/১; জে.এল. নং. ১৩২; দাগ নং. ৭৬৩/১১৯৮-এ ১.০৮ একর আয়তনের জমি ও তার ওপর নির্মিত ভবন, শেড ও কাঠামো সাথে সীমানা প্রাচীর এবং মেসার্স দে মিনারেলস প্রাইভেট লিমিটেড-এর স্বত্বপাতি ও সরঞ্জামাদির সমস্ত অবিভেদ্য অংশ; যা ২০১১ সালের ১২৬৯ নং. দলিলের মাধ্যমে শ্রী সুশান্ত কুমার দে, পিতা - শ্রী গোপাল চন্দ্র দে-এর নামে নিবন্ধিত। সম্পত্তি নং. ৩ : বাঁকুড়া জেলার বাঁকুড়া থানার অন্তর্গত মৌজা - ডেমুরাটি গোপীনাথপুর-এ অবস্থিত, খতিয়ান নং. ১৪৪০, জে.এল. নং. ২০৫, দাগ নং. ৩৬৫৫-এ ০.০৫ একর আয়তনের জমি এবং ১৪৯৫ বর্গফুট আয়তনের কার্পেট এলাকার দোতলা আবাসিক ভবনের সমস্ত অবিভেদ্য অংশ; যা ১৯৮৬ সালের ১৯৬৪ নং. দলিলের মাধ্যমে শ্রী চণ্ডী চরণ দত্ত, পিতা - শ্রী ঈশ্বর চন্দ্র দত্ত-এর নামে নিবন্ধিত। ***গঠনমূলক দখল ***	ক) ১১.০৭.২০১৮ খ) টা. ৬৫,৩৪,৭৩৮.৯১ (১১.০৭.২০১৮ তারিখ অনুযায়ী; সাথে চুক্তিভিত্তিক হারে অতিরিক্ত সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ; তবে ১১.০৭.২০১৮ তারিখ থেকে কোনো অর্থ আদায় হয়ে থাকলে তা বাদ যাবে) গ) ২৮.১১.২০১৮ ঘ) প্রতীকী দখল	সম্পত্তি ১ এবং ২ : ক) টা. ৬৭.৯২ লক্ষ খ) টা. ৬.৭৯ লক্ষ গ) টা. ০.১০ লক্ষ সম্পত্তি ৩ : ক) টা. ৩৪.২৬ লক্ষ খ) টা. ৩.৪৩ লক্ষ গ) টা. ০.১০ লক্ষ
৩.	বাঁকুড়া (০১৯৪২০) মেসার্স নিউ জয়গুরু কৃষি ভান্ডার স্বত্বধিকারী ও বন্ধকদাতা : কল্যাণ কুমার ঘর, পিতা - অঞ্জন কুমার জামিনদার : মি. বাচ্চু ঘর, পিতা - অঞ্জন কুমার ঘর সকলের ঠিকানা : সোনামুখী, বৃদ্ধা শীতলাতলা, পোস্ট - সোনামুখী, জেলা - বাঁকুড়া, পিন -৭২২২০৭ (পাবঃ)	২০০৭ সালের ৮৮৯ নং. রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের অন্তর্ভুক্ত জমি ও ভবনের সমস্ত অবিভেদ্য অংশ, মৌজা - সোনামুখী, জে.এল. নং. ৮৮, সি.এস./এল.আর. দাগ নং. ৫০, এল.আর. খতিয়ান নং. ৬৪৮১; সোনামুখী পৌরসভার ৫ নং. ওয়ার্ডের অধীনে; আয়তন : ১৭২৩.৬২ বর্গফুট বা ২.৩৯৩ কাঠা; পোস্ট - সোনামুখী, পিন কোড - ৭২২২০৭, থানা - সোনামুখী, জেলা - বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ; মি. কল্যাণ কুমার ঘর, পিতা - মি. অঞ্জন কুমার ঘর-এর নামে নিবন্ধিত। সীমানা : উত্তরে : মালিকের নিজস্ব জমি; দক্ষিণে : বাচ্চু ঘরের বাড়ি; পূর্বে : পুকুর; পশ্চিমে : পানাগড় রোড। ***গঠনমূলক দখল ***	ক) ১০.০৭.২০১৫ খ) টা. ৪০,৮৫,৫১৯.০১ (৩০.০৬.২০১৫ তারিখ অনুযায়ী; সাথে চুক্তিভিত্তিক হারে অতিরিক্ত সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ; তবে ৩০.০৬.২০১৫ তারিখ থেকে কোনো অর্থ আদায় হয়ে থাকলে তা বাদ যাবে) গ) ০৬.০৪.২০১৮ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) টা. ১৮.২৮ লক্ষ খ) টা. ১.৮৩ লক্ষ গ) ০.১০ লক্ষ

শর্তাবলী ও নিয়মাবলী

এই বিক্রয় কার্যক্রমটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এ বর্ণিত শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত অতিরিক্ত শর্তাবলীর সাপেক্ষে পরিচালিত হবে :

১. সম্পত্তিগুলো "যে অবস্থায় ও যেখানে আছে", "যেমন আছে" এবং "যা কিছু আছে তা-সহ" ভিত্তিতেই বিক্রয় করা হবে।
২. উপরে উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদগুলির বিবরণ সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত আধিকারিকের জানা তথ্যের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে; তবে এই বিজ্ঞপ্তিতে কোনো ভুল, ভুল তথ্য বা কোনো কিছু বাদ পড়ার জন্য উক্ত আধিকারিক দায়ী থাকবেন না।
৩. উপরে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে https://baanknet.com ওয়েবসাইটের প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক এই বিক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।
৪. বিক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত শর্তাবলী জানার জন্য অনুগ্রহ করে https://baanknet.com এবং www.pnb.bank.in ওয়েবসাইটগুলো দেখুন।
৫. সুরক্ষিত পাওনাদারগণের জানা মতে সম্পত্তির ওপর কোনো দায়বদ্ধতা আছে কি না : জানা নেই।

তারিখ : ০১.০৭.২০২৬
স্থান : পুরুলিয়া

অনুমোদিত আধিকারিক,
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত পাওনাদার

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর বিধি ৮(৬) অনুযায়ী বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

আনন্দবাজার পত্রিকা

ইত্যাদি

নাম পরিবর্তন

I, Humaunkabir Mondal, resident of Mukhlispur declared that my actual name is Humaunkabir Mondal recorded in my present voter card (IER2349850), but it was recorded as Mondal Humayun Kabir in the previous voter card (W-B/42/294/ 366297), also my name is recorded as Kabir Mondal in my Aadhaar, ration and pan card, declared that Humaunkabir Mondal, Mondal Humayun Kabir, S/o- Barjahan and Kabir Mondal is same one and identical person, Dated- 17/06/2026.

I, Priyanka Chhaparia, W/O Rohit Agarwal, residing at Shakuntala Complex, Ranchi Road, Purulia, 723101, do hereby declare that I have changed my name from Priyanka Chhaparia to Priyanka Agarwal and shall henceforth be known as Priyanka Agarwal in all purpose Vide affidavit No. 2341 dated 29/06/26 sworn before the Notary Public, Purulia, (W.B), Priyanka Agarwal and Priyanka Chhaparia both are same and identical person.
AG175AG0175 ——— 00219355

I, Chanchala Tantubai, d/o Meghnath Tantubai, Torang, Jhalda, Purulia, WB do hereby solemnly affirm & declare that, Meghnath Tantubai, S/o Jaganath Tantubai is my father. That, Meghnath Tantubai, s/o Jaganath Tantubai & Panru Tanti, s/o Jaganath Tanti is same & one identical person vide affidavit sworn before executive magistrate, Jhalda, dt. 25.3.2026
AG302AG0302 ——— 00219294

পুরুলিয়া বাঁকুড়া সংস্করণটি এখন আরও আকর্ষণীয়। ব্যক্তিগত বিভাগ হোক বা ব্যবসায়িক, বিজ্ঞাপন দিন নামমাত্র খরচে। প্রতি রবিবারের ইত্যাদি ট্যাবলয়েডে পাত্র চাই; পাত্রী চাই, চাকরি, সম্পত্তি, গাড়ি, বেড়ানো, স্বাস্থ্য, ব্যবসা ও পরিষেবা, শিক্ষা, বই এবং আরও অন্যান্য বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
● 7003837231
● 9903088888

আমার নাম- NAJIMA BIBI, স্বামী- MANOYER KHAN (ORGINAL NAME), পিতা- IYAR ALI KHAN, ঠিকানা- KETHARDANGA MUSLIM PARA, জেলা- BANKURA (M) BANKURA, WEST BENGAL- 722101 আমার জেলের আধার কার্ডে (6866-0479-2175) BIRTH CERTIFICATE এ SABIR HUSEN KHAN পিতা- MANOYER KHAN আছে। আমার জেলের মাধ্যমিক REGISTRATION CERTIFICATE, ADMIT, MARK SHEET, EDUCATIONAL CERTIFICATE স্বামীর নাম- MANOWAR KHAN আছে। ইং- 16.06.2026, 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE, BANKURA COURT এর AFFIDAVID বলে SABIR HUSEN KHAN, পিতা- MANOWAR KHAN এবং SABIR HUSEN KHAN, পিতা- MANOYER KHAN একই ব্যক্তি বলিয়া সর্বত্রই পরিচিত হইল।

নোটিস

জনসাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি
আমি মেহেবুব হাসান, পিতা- সামসেজ্জোহা, সাকিম-রামপুরহাট, আমার মক্কেলের কথত মতে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে ১। ইয়ানী সেন হালদার, স্বামী-সুবজিৎ সেন, সাকিম-৪২৩,বালিডাঙ্গা রোড, গড়িয়া, পোঃ লাকদহপুর, জেলা-দক্ষিন ২৪ পরগনা, ২। সুকুল হালদার, পিতা মৃত গোপিনাথ প্রকাশ হালদার,সাকিম-৪২৭/এ কুন্ডু মোহন র